সংবাদ
দৈনিক সংবাদ ঢাকা : রোববার, ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৯৫

তারিখ 11 DEC 1988
পৃষ্ঠা ৮ কলাম 1
বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো ঢাকা
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
108

এক হাজার ছাত্রের দুর্ভাগ্যের দায় কার

পাবলিক সার্ভিস কমিশন এক হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে বিসিএস মৌখিক পরীক্ষার অযোগ্য ঘোষণা করেছে। এই এক হাজার ছাত্র-ছাত্রী ১৯৮৬ সালের বিসিএস পরীক্ষার লিখিত ও মনস্তাত্ত্বিক অংশের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। এখন এদের মৌখিক পরীক্ষার জন্য অযোগ্য ঘোষণা করায় স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়েছে।

এই ছাত্র-ছাত্রীরা অনার্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী (এপিয়ার্ড) হিসেবে সার্টিফিকেট নিয়ে প্রাথমিক দরখাস্ত জমা দিয়েছিল।

পাবলিক সার্ভিস কমিশন ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নেন যে, ১৯৮৭ সালের ১৫ই জুনের মধ্যে যাদের ডিগ্রী বা অনার্স পরীক্ষা শেষ হয়নি, তারা মৌখিক পরীক্ষার জন্য অযোগ্য বলে গণ্য হবে। সাম্প্রতিক এই সিদ্ধান্তের ফলেই এক হাজার ছাত্র-ছাত্রী মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছে না। ফলে তাদের চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনাও অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল।

ছাত্র-ছাত্রীদের এই দুর্ভোগের শিকার হবার মূল কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশন জট। ১৯৮৫ সালে যাদের ডিগ্রী ও অনার্স পরীক্ষা দেওয়ার কথা, সেশন জটের কারণে তাদের পরীক্ষা পিছিয়ে যায়। ১৯৮৭ সালের ১৫ই জুনের মধ্যে তাদের পরীক্ষা গ্রহণ শেষ হতে পারেনি। দু'বছর পরীক্ষা পিছানোর পরও পরীক্ষা গ্রহণে এ ধরনের বিলম্বের পিছনে কাজ করছে সেশন জট।

বিসিএস পরীক্ষার লিখিত ও মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষায় এ ধরনের ছাত্র-ছাত্রীরা উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের শর্ত তাদের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব হয়নি। তাই এখন তারা পথে বসেছে।

সুতরাং সঙ্গতকারণেই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, এই বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর দুর্ভাগ্য ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য দায়ী কে? ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের সহজ হিসেবে মত বলবে যে পিএসসি এজন্য দায়ী। কেন তারা এ ধরনের সিদ্ধান্ত হঠাৎ নিয়ে তাদের পথে বসিয়েছেন। পিএসসি'র যুক্তিও অকাট্য। তারা ডিগ্রী এবং অনার্স পরীক্ষায় এপিয়ার্ড সার্টিফিকেট নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না, একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের পরীক্ষা শেষ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই তারা একটা তারিখ ধরে দিয়েছেন। আর এই তারিখটিই হাজারখানেক ছাত্র-ছাত্রীর উচ্চপদের সরকারী চাকরি লাভের ভবিষ্যৎ নষ্ট করেছে। তারা দ্বিতীয়বার পিএসসি পরীক্ষার জন্য আবেদন করবে, এমনটি অনেক ক্ষেত্রে অনেকের জন্য সম্ভব নয়। সেশন জটের জন্য পরীক্ষাই পিছায়নি তাদের বয়সও বেড়েছে। অথচ সরকারী চাকরির বয়ঃসীমা বাড়ানো হয়নি।

তাছাড়া অর্থ, সময় ও মেধার অপচয়ের প্রশ্ন তো আছেই। এই দুর্মূল্যের বাজারে আরও ২/১ বছর বাপ-মার গলগ্রহ হয়ে থাকবে, এমন অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়। উচ্চ শিক্ষালাভ ও প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বছরের পর বছর ধরে তারা পরিশ্রম করেছে, অনেক অর্থ তাদের উচ্চশিক্ষার পিছনে ব্যয় হয়েছে, এখন দেখছে যে তাদের পথে বসতে হল।

এ থেকে কীভাবে তারা উদ্ধার পাবে সে পথ তাদের জানা নেই। মানসিকভাবে তারা বিপর্যস্ত। তারা সঙ্গতকারণেই মনে করছে যে, তারা এক অসহায় অবস্থার শিকার, যার জন্য তারা দায়ী নয় কোনমতেই।

তাদের অভিযোগ হল যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি)-এর মধ্যে তাদের ব্যাপারে কথা হয়েছিল। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এক সমঝোতার ভিত্তিতেই তারা এপিয়ার্ড সার্টিফিকেটসহ দরখাস্ত করেছিল।

পাবলিক সার্ভিস কমিশনকেও খুব বেশী দায়ী করা যায় না। তারা কি ভেবেছিল যে, ১৯৮৫ সালের নির্ধারিত পরীক্ষা ১৯৮৭ সালের ১৫ই জুনের মধ্যেও শেষ হবে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশন জট বহু দিনের। আর তার কবলে পড়ে শিক্ষার্থীদের জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট হয়। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে এসে দেখে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরোজা দিয়ে যথাসময়ে বের হওয়ার পথ বন্ধ। শিক্ষাজীবনের সফল সমাপ্তির সামনে মূর্তিমান বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেশন জট।

সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা, ছাত্র রাজনীতির সহিংস রূপ আর সমাধানের সর্বহরপন্থা হিসেবে দিনের পর দিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রেখে সৃষ্টি করা হয়েছে এই সেশন জট। বেশীর ভাগ ছাত্র অধ্যয়নকে একমাত্র 'তপ' মনে করেও এসব পরিস্থিতির শিকার হয় অনিচ্ছায়, ক্রমাগত পরীক্ষা পিছাতে থাকে।

এই এক হাজার ছাত্র-ছাত্রীর দুর্ভোগ ও আশাভঙ্গ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশন জটের সমস্যা কত গুরুতর তা আর একবার প্রমাণ করল।

পিএসসি পরিস্থিতির জন্য দায়ী না হলেও এই দেশেরই পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত সমস্যাটাকে অস্বীকার করতে পারে না। এক হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে সুযোগদানের জন্য কোন নিয়মনীতি বদলানোর প্রশ্ন উঠছে না। প্রশ্নটা হলো যে পরিস্থিতির জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা দায়ী নয় তার জন্য কেন তারাই একমাত্র খেসারত দিবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই ছাত্রদের অসহায় অবস্থার জন্য হয়তো দুঃখ প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু তাতে তো সমস্যার সমাধান হবে না। এই পরিস্থিতির দায়-দায়িত্ব মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের। তারা ছাত্রদের এই বিপর্যয় সম্পর্কে কী ভাবছেন, কী করতে চান, সেটা ছাত্রদের অভিভাবক হিসেবে দেশবাসীকে জানানো কর্তব্য বলে আমরা মনে করি। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সঙ্গে তাদের কী কথাবার্তা হয়েছিল, কোন্ ভিত্তিতে এপিয়ার্ড সার্টিফিকেট নিয়ে ছাত্ররা আশায় বুক বেঁধে দরখাস্ত করেছিল অন্ততঃ সে কথাটা তারা বলতে পারেন। পিএসসি'র নিকট এটুকুই জানার আছে এ ব্যাপারে তাদের পুনর্বিবেচনার কোন অবকাশ আছে কিনা।

সর্বোপরি সরকারও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতির দায়-দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না। কারণ বিভিন্ন ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-জীবন বিপর্যস্ত হয়েছে। এ ঘটনার মধ্যে অনির্দিষ্টকাল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের বিষয়টি একটি বড় স্থান জুড়ে আছে। আর এ ধরনের দীর্ঘ বন্ধের ব্যাপারে কখনো কখনো সরকারের ভূমিকা ছিল মুখ্য। সবকিছু ছাত্র-ছাত্রীদের কাঁধে শেষ পর্যন্ত চেপে বসবে এর চেয়ে বড় অবিচার আর কী হতে পারে?

ছাত্ররা তাদের এই দুর্ভাগ্যের জন্য কোন্ মহলকে দায়ী করবে, কার নিকট জবাবদিহি দাবী করবে? এর একটা সদুত্তর প্রয়োজন। তাহলে ভবিষ্যতে ছাত্রছাত্রীরা এ ধরনের মর্মান্তিক দুর্ভাগ্যের হাত থেকে রক্ষা পাবে। নতুবা এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ছাত্রদের জীবনে বারবার হানা দিতে থাকবে।